VOL-1, Issue 3- DL No. 106 Dated 08-06-2011
For circulation to Subscribers only
Price : Rs. 2

ব্রাহ্ম সম্মিলন বার্তা

ব্রাহ্ম সম্মিলন সমাজ

১-এ, ডাঃ রাজেন্দ্র রোড, কলকাতা-৭০০ ০২০
Brahmo Sammilan Barta ❑ Brahmo Sammilan Samaj

প্রথম বর্ষ ঃ তৃতীয় সংখ্যা | জুন ২০১১ | জ্যৈষ্ঠ - আষাঢ় ১৪১৮

—ঃ সূচীপত্র ঃ—

এ মাসের নিবেদন	—	১
Nibedon at the Maghotsav at Khar Brahmo Samaj	—	২
বাংলার নারী জাগরণে ব্রাহ্ম সমাজের দান	—	৩
স্মরণিকা	—	৪
সাপ্তাহিক উপাসনা ও স্মরণ	—	৪
২০১১ জুলাই মাসের সাপ্তাহিক উপাসনার আংশিক কার্যসূচী	—	৪
শোক সংবাদ	—	৫
নূতন সভ্য সভ্যা	—	৫
পারিবারিক ও অন্যান্য অনুষ্ঠান	—	৫
কৃতজ্ঞতা স্বীকার	—	৭
বিজ্ঞপ্তি	—	৮
Notice	—	৮
Notice	—	১০

সমাজ কার্যালয়ে যোগাযোগের সময় ঃ
প্রতিদিন সন্ধ্যা ৬-৩০টা থেকে ৮-৩০টা
Telephone No. (033) 6450-0915
email :sammilanbarta@gmail.com

এ মাসের নিবেদন

প্রত্যেক বস্তুর অন্তর্নিহিত যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আত্মিক শক্তি তা হল "অধ্যাত্ম"। পরা প্রকৃতির (শ্রেষ্ঠ) জীবের যে মূল সত্য প্রকাশের ধারা, স্বভাব ও চেষ্টা — সেটাই হল 'অধ্যাত্ম'। পরমাত্মা স্বয়ং 'চৈতন্য'। পরমাত্মার মধ্যে বিশ্বচরাচরের উৎপত্তি ও বৃদ্ধির যে প্রেরণা ও শক্তি তা তাঁকে কর্ম করায়। এই কর্মের দ্বারা জগৎ পরিচালিত হয়। পদার্থ সমূহ (Mass) স্ব স্ব কর্মে বশীভূত হয়ে উৎপন্ন ও লয় দ্বারা অবস্থার রূপান্তর হয়।

ব্রাহ্মসমাজ বিজ্ঞানভিত্তিক ধর্মমত এই পৃথিবীকে উপহার দিয়েছেন। যে "বিশেষত্ব" বিভিন্ন শক্তির দ্বারা বিশ্বপ্রকৃতিকে গতিশীল রেখেছে, তাঁকে ক্রিয়াপ্রক্রিয়ার মূল কর্তা বা কর্ত্রী বলে স্বীকার করেছেন। তিনি ধর্মবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান উভয়েরই পিতামাতা স্বরূপ এক ও নিরাকার "চেতনা শক্তি"।

রাজা রামমোহন রায়ের সময়কালে নূতন করে হিন্দুসমাজে উপনিষদের চর্চা শুরু হয় এবং সংশোধিত "ব্রহ্মবাদ" পরে ব্রাহ্মধর্ম নামে আখ্যা লাভ করে। মানুষের জৈব অনুভূতি বিশ্বচরাচরের গভীর আশ্চর্যগুলির ব্যাখ্যা হারিয়ে কবুল (স্বীকার) করেছে যে — সমস্ত দৃশ্যমান ও অদৃশ্য "সমূহ" "নিগূঢ়" পরমসত্তা থেকেই নিঃসৃত হয়েছে। মানুষের দেহ হল "উপদ্রষ্টা" — সে প্রকৃতির কার্যসমূহ সাক্ষীরূপে দর্শন করেন। ঈশ্বর হলেন "অনুমন্তা" — তিনি সমস্ত ক্রিয়াপ্রক্রিয়ার অনুমতি দেন ও কার্যগুলির সমর্থন করেন। আর ঈশ্বর যখন নিজে মহাবিশ্বগত আনন্দে সমস্ত ক্রিয়াপ্রক্রিয়া উপভোগ করেন তখন তিনি "ভর্তা"। আনন্দ নিমিত্ত পরমাত্মার মহাবিশ্বগত "আনন্দ ও প্রসন্নতা" হতে উদ্‌ভূত এই "জগৎসমূহ (জড়, জীব, শক্তিসমূহ)। সবস্রষ্টারস্রষ্টা হলেন ভগবান, সব হেতুর হেতু হলেন ভগবান, সব সত্তার মূলসত্তা ভগবান। বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে আমরা নিজেরাই নিজের বিধাতা মনে করে "অহংকার ভাবের" প্রকাশ করি। মহাবিশ্বের তত্ত্বজ্ঞান, বিজ্ঞান ও আত্মবশ দ্বারা সঙ্কীর্ণতা থেকে যদি বাইরে যেতে পারি তখনই "প্রকৃত স্বরূপ" — এই যে ঈশ্বরবাদ, যিনি এক, অবিনশ্বর (শ্বাশ্বত),

অখণ্ড চিন্ময়, অনাদিবীজ — "তত্ত্ব" - উপলব্ধি করা যায়। তত্ত্বজ্ঞান ও বিজ্ঞানের উচ্চতম উপলব্ধিকে জ্ঞান বলে। অজ্ঞান কর্মের জন্য দুঃখ অনুভব হয়, জ্ঞান কর্মের জন্য নির্মল সুখ হয়। উচ্চমত মানুষ তিনিই যিনি বিষয়াসক্তিশূন্য এবং জীবের প্রতি শত্রুভাবশূন্য ভাবে সত্য ও নিত্যসত্ত্বস্থ হয়ে "ভগবানের কাজ" করেন ও কর্মের দ্বারা তাঁকেই লাভ করেন। বুদ্ধির দ্বারা মন অর্পণ করলে ভগবানকে পাওয়া যায়। শ্রেষ্ঠতম অধ্যাত্মতত্ত্ব, দিব্যযোগ ও কর্মযোগ দ্বারা যিনি ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত থাকেন তিনি "যোগী"। যিনি যোগী তিনি "ব্রাহ্ম"— তখন জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল যোগী ব্যক্তি "ব্রাহ্ম" — এক সম্প্রদায়হীন মানব সমাজ, এক সভ্য-সংস্কারমুক্ত পৃথিবী।

মা, আমাদের যোগী কর মা। সকল প্রলোভন, সকল হিংসা হতে মুক্ত কর। এই যে ভাইবোনের সংসার তাতে শান্তি প্রদান করগো মা। বুদ্ধ কবীর, দাদুর মহাম্মদ, যিশু, মুশা, নানক, চৈতন্য মানবসমাজে সভ্য-সংস্কার যা যা দিয়েছিলেন তার অনুরাগী কর। যেইখানে প্রেম সেইখানে ক্ষেম — সেইখানেই কল্যাণযোগ। মঙ্গল, শুভ, কল্যাণ আমাদের শাশ্বত ধর্ম হোক। তুমিই আমাদের কল্যাণকর সাত্ত্বিক শক্তি, আমাদের সহায় হও।

।। ওঁ ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলম্ ।।

— ডঃ দেবাশিস সেন

'Nibedan' offered by Acharya Arobinda Sinha Roy at the Maghotsav Upasana at Khar Brahmo Samaj, Mumbai, on January 30, 2011

(Cont. from last issue)

The Brahmo Samaj has historically been acclaimed as a religion of social transformation and moral resurgence in the 19th Century. This is even more relevant in today's context. *Brahmo Dharma* has enlightened the world that all of mankind is governed by the same ONE God; that all religions are linked by a similarity in their core values and beliefs (it is rituals that divide)... that all of mankind's fate is interlinked. Peace and harmony in the world today can be truly brought about by promoting Brahmo Dharma's vision ;"Fatherhood of God and Brotherhood of Man."

But how to do this? How to embolden people? how to reawaken their dormant strength? How to make them think 'beyond the box' & concern themselves with ushering in 'good' in society? Specially when the trend is "be silent.... be popular.Why initiate unpleasant issues".

I believe it can be done by establishing what is "true and good" in their own lives..... in their own homes. I urge you my brothers and sisters to take your individual role in this global and national scenario seriously. If left unchecked, the evils pervading Indian body politic right now will destroy your and your children's future. It is at this time that every dedicated Brahmo can make a huge contribution to nation-cleansing - by acting as <u>living examples</u> of the true, the good, the compassionate - in a society worshipping "Mamon". Even if each Brahmo can influence just 3 or 4 people around them to change their perception and take up the cause of cleaning up national morals, it will be far better than doing nothing...far more positive than arm chair speculatioin and criticism. Just being a brahmo - passively - cannot help you motivate and convert rudderless individuals. You need to be an active, dedicated brahmo today. For your own good as well as the collective good, my friends!

So may I urge you to think about your Brahmo beliefs and obligations more closely; to examine what you are doing to mobilize the "power of good" within you - by establishing

a connection with your spiritual *'atma'* and the supreme creator? Are you leaving all this for a mythical 'tomorrow' that may never dawn? Human life is frail. Human mind is fragile. But in today's context, I urge you to put your faith in the Lord; establish a daily link with him. You will discover a new-found strength of righteousness that will enable you to oppose evil; to protest at wrong doings in your own community; to show intolerance for any double standards even within the family. (to be contd.)

— Sri Arobindo Sinha Roy

বাংলার নারী জাগরণে ব্রাহ্মসমাজের দান

প্রাচীন কালে বেদ পুরাণের যুগে সমাজে নারীর স্থান ছিল সম্মানের এবং গুরুত্বপূর্ণ - মানব জীবনের প্রথম বিকাশে নারীর দান অনেকক্ষেত্রে পুরুষের মতই এবং অনেকক্ষেত্রে নারী পুরুষের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছিলেন — আমরা খনা, মৈত্রেয়ী, গার্গীর কথা জানি — এঁরা প্রত্যেকেই বিদুষী ও পণ্ডিত ছিলেন। খনার অন্তদৃষ্টি তাঁকে জ্যোতিষ চর্চ্চায় পারদর্শিনী করেছিল - এর দ্বারা তিনি রাজনৈতিকবুদ্ধিমত্তারও পরিচয় দিয়েছিলেন। বেদ নারীকে পূজার অধিকার দিয়েছিল এবং নারী স্বাধীনতা ও সচেতনার অধিকার দিয়েছিল। বৃহদারণ্যক উপনিষদে আমরা পড়েছি ঋষি যাজ্ঞ্যবল্ক স্ত্রী মৈত্রেয়ীকে অত্যন্ত দুরূহ ব্রহ্মজ্ঞান উপদেশ দিচ্ছেন এবং তিনি তা হৃদয়ঙ্গম করে কৃতার্থ হন।

কালের প্রভাবে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভাবে সভ্যতার ধারা যখন অর্থনৈতিক পুঁজিবাদীদের হাতে পড়ে তখন নারী অন্তঃপুরবাসিনী দাসীতে পরিণত হয়। স্বভাবত শক্তিশালী পুরুষ দুর্বল নারীজাতিকে অত্যন্ত করুণার চোখে দেখে এবং তাদের দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করে।

সেই সময় কন্যা সন্তানের জন্মকে অত্যন্ত গর্হিত কর্ম বলে মনে করা হতো। কন্যা সন্তান শিশুকাল থেকেই অত্যন্ত অবহেলার মধ্যে বড় হয়ে উঠতো। বিয়ে দিয়ে তাদের অন্য পরিবারে পাঠিয়ে দিতে হবে এই অজুহাতে তাদের শিক্ষার অধিকার দেওয়া হত না। - অনেকক্ষেত্রে তাদের ভালো খাওয়াও জুটতো না - সংসারের কাজ পূজা পার্বন ও উপোস এবং ব্রতপালনের মধ্যে তারা বড় হয়ে উঠতো। শিশুকালেই তাদের বিয়ের ব্যবস্থা করা হত এবং পণ দিয়ে তাদের বিয়ে দেওয়া হত - কন্যা সন্তান অত্যন্ত সংকুচিতভাবে পরিবারে জীবন কাটাত, যারা দেখতে ভাল ছিল না তাদের ক্ষেত্রে অধিক পণের ব্যবস্থা ছিল এবং কুলীন প্রথার প্রচলনের জন্য সমাজের কুলীন ব্রাহ্মণরা একাধিক, কখনও ১০০/১৫০ বিবাহও করত কন্যাদায়গ্রস্থ পিতাদের উদ্ধারের জন্য - অনেকক্ষেত্রে কন্যাটি তার নাতনীর বয়সীও হতে পারতো। এই কুলীন পাত্র হয়তো বয়সে বৃদ্ধ, অনেক সময় অসুস্থ, বিয়ে করে কন্যাকে বাপের বাড়ীতেই রেখে তারা চলে যেত। বছরে বা ২/৩ বছরে একবার তারা কর্ত্তব্য করতে শ্বশুরবাড়ীতে আসতো, তখন তাদের খাতির যত্নের অন্ত থাকতো না - ভালো খাওয়া, দ্রব্য সামগ্রী এবং প্রচুর টাকা পয়সা নিয়ে তাঁরা বিদায় নিতেন। হয়তো সেই হতো কন্যার সঙ্গে তার শেষ দেখা (যারা শ্বশুর বাড়ী যেতেন বালিকা বয়সে - পাত্র, বয়সের বিপুল পার্থক্যের জন্য প্রায়শই মারা যেতেন এবং তারা বাপের বাড়ীতে ফিরে আসতে বাধ্য হতো - তখন বিধবা হয়ে তাদের অবাস্তব বিধিনিষেধের মধ্যে অচিন্তনীয় জীবন কাটতো। নারী ছিল পণ্যের মতো - কনে দেখার সময় পাত্রপক্ষ তাদের চুল খুলে, হাঁটিয়ে, গায়ের রং যাচাই করার জন্য গা ঘষে দেখতেন - আমরা বাজারে আলু, পটল কেনার সময় যে ভাবে পরীক্ষা করি ঠিক সেভাবে তাদের যাচাই করে নেওয়া হত। এত করার পরও পণের টাকা ঠিক মত না দিতে পারলে শ্বশুরবাড়ীতে তাদের লাঞ্ছনার অন্ত থাকতো না। নারীর কোন অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ছিন না। - সর্বদাই তাদের পুরুষদের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হতো। তারপর নারীর সম্পত্তি হরণ করার জন্য ব্রাহ্মণেরা শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে বিধবাদের পুড়িয়ে মারার জন্য সতীদাহ প্রথার প্রচলন করে। এইভাবে গভীর মনঃকষ্ট, অবহেলা, নির্যাতন, লাঞ্ছনা ও পরাধীনতার মধ্যে নারীর জীবন নীরবে অতিবাহিত হতো।

আজকের নারী সমাজের যে ছবি আমরা পাই তা এমনি এমনি হয়নি - আজকের সমাজে নারীর যে স্থান, যে সম্মান,

যে অধিকার তা জানতে হলে আমাদের অনেক পেছনে যেতে হবে।

উনবিংশ শতকের প্রারম্ভে রাজর্ষি রামমোহন যে সর্বাঙ্গীন মুক্তির আন্দোলন আরম্ভ করেন তার দ্রুত প্রসার এক শতকেই বাঙলার সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও শিক্ষার ক্ষেত্রে আদর্শের আমূল পরিবর্তন করে - এতে বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন সাধিত হয় এবং ধীরে ধীরে এক নূতন সমাজ চেতনা ও নারী মুক্তি আন্দোলন জেগে ওঠে। নারীজাতিরও যে মানুষের অধিকারে প্রতিষ্ঠিত হবার দাবি আছে এই বোধও জাগ্রত হতে থাকে। (ক্রমশ)

— শ্রীমতী সুনন্দিতা সেনগুপ্ত

—ঃ স্মরণিকা ঃ—

মরণ সাগর পারে তোমরা অমর তোমাদের স্মরি

১৬ই জুন (১৯২৫)	—	দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের ৮৬-তম তিরোধান দিবস।
১৬ই জুন (১৯৪৪)	—	আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের ৬৭-তম তিরোধান দিবস।
২৪শে জুন (১৮৫৩)	—	পদ্মপুকুর ব্রাহ্মসমাজের ১৫৭-তম প্রতিষ্ঠা দিবস (৭ই আষাঢ় ১২৬০)।
২৬শে জুন (১৮৩৮)	—	সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ১৭৩-তম জন্মদিবস।
২৮শে জুন (১৯৩৩)	—	ভক্তসাধক মন্মথমোহন দাসের ৭৮-তম তিরোধান দিবস।

—ঃ ২০১১ জুন মাসের সাপ্তাহিক উপাসনা ও স্মরণ ঃ—

রবিবার ৫ই জুন, ২০১১	—	আচার্য	- ডাঃ শুচিতা দেব
সন্ধ্যা ৬-৩০ টা		সঙ্গীত	- শ্রীমতী মানসী চ্যাটার্জী
রবিবার ১২ই জুন, ২০১১	—	আচার্য	- শ্রীসিদ্ধার্থ ব্রহ্মচারী
সন্ধ্যা ৬-৩০ টা		স্মরণ	- দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস ও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়
		সঙ্গীত	- ব্রাহ্ম যুব ও ভক্তজন ও সমবেত ভক্তমণ্ডলী
রবিবার ১৯শে জুন, ২০১১	—	আচার্য	- শ্রীমতী সুতপা রায়চৌধুরী
সন্ধ্যা ৬-৩০ টা		সঙ্গীত	- শ্রীমতী রেবেকা রক্ষিত ও শ্রীঅনিরুদ্ধ রক্ষিত
রবিবার ২৬শে জুন, ২০১১	—	আচার্য	- শ্রীরাজকুমার বর্মণ
সন্ধ্যা ৬-৩০ টা		স্মরণ	- সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
		সঙ্গীত	- শ্রীমতী সুনন্দিতা সেনগুপ্ত ও শ্রীগৌতম সেনগুপ্ত

আপনাদের সাদর আমন্ত্রণ জানাই।

—ঃ ২০১১ জুলাই মাসের সাপ্তাহিক উপাসনার আংশিক কার্যসূচী ঃ—

রবিবার ৩রা জুলাই, ২০১১	—	আচার্য	- শ্রীঅর্ঘ্য ব্রহ্মচারী
সন্ধ্যা ৬-৩০ টা		সঙ্গীত	- শ্রীমতী মানসী চ্যাটার্জী
রবিবার ১০ই জুলাই, ২০১১	—	প্রার্থনা	- শ্রীমতী সুনন্দা দাস
সন্ধ্যা ৬-৩০ টা		সাক্ষাৎকার	- ডাঃ বিনায়ক সেন
		সঙ্গীত	- শ্রীমতী অনন্যা চ্যাটার্জী, শ্রীমতী অনুরাধা বসু ও শ্রী সুমন মজুমদার

আপনাদের সবান্ধব উপস্থিতি কামনা করি।

—ঃ শোক সংবাদ ঃ—

বিগত ৬ই ফেব্রুয়ারী ২০১১ প্রয়াত লেঃ কঃ দীপেন্দ্রনাথ দত্তের পত্নী এবং শ্রীমতী প্রিয়দর্শী দত্ত ও শ্রীমতী শম্পাবলী দত্তের মাতা **শ্রীমতী সুপূর্ণা দত্ত** ৭৩ বছর বয়সে কলকাতায় পরলোকগমন করেছেন।

বিগত ২২শে মে রবিবার রাত্রি ৯-৪০ মিনিটে হাজারিবাগ ব্রাহ্ম সমাজের প্রচারক এবং আচার্য প্রয়াত মন্মথনাথ দাসগুপ্ত এবং প্রয়াতা শান্তিলতা দাসগুপ্তের জ্যেষ্ঠ পুত্র, প্রয়াত ব্রহ্মানন্দ দাসগুপ্তের কন্যা প্রয়াতা সুপ্রিয়া দাসগুপ্তের স্বামী **শ্রীচিদানন্দ দাসগুপ্ত** কলকাতায় ৮৯ বছর বয়সে পরলোকগমন করেছেন। ব্রাহ্ম সম্মিলন সমাজের পক্ষ থেকে সমাজের সদস্যা শ্রীমতী কোয়েলী দেব মৃতদেহে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

—।। নূতন সভ্য-সভ্যা ।।—

বিগত ২০শে মার্চ ২০১১, শ্রীহিতব্রত রায় ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পর সমাজের কার্যকরী সভায় গৃহীত অনুমোদন অনুসারে বার্ষিক চাঁদা ৫০ টাকা ও নিজস্ব চাঁদা তহবিল (MOS Fund) ১০০০ টাকা (র/নং ৫০৩ ও ৫০১) প্রদান করে নূতন সভ্য হয়েছেন।

আমরা এই নূতন সভ্যকে সাদর অভ্যর্থনা ও শুভেচ্ছা জানাই।

—ঃ পারিবারিক / অন্যান্য অনুষ্ঠান ঃ—

শ্রাদ্ধানুষ্ঠান ঃ

বিগত ২৯শে এপ্রিল ২০১১ শুক্রবার সন্ধ্যা ৬টায় ব্রাহ্ম সম্মিলন সমাজ মন্দিরে প্রয়াত জ্যোতিরিন্দ্র মোহন বসুর আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠানে আচার্যের কাজ পালন করেন ডঃ অমিতাভ খাস্তগীর। সঙ্গীত পরিবেশন করেন সর্বশ্রী/শ্রীমতী রীণা দোলন গঙ্গোপাধ্যায়, সুব্রতা পাল, সোহিনী সেন ঘোষ, লক্ষ্মী খাস্তগীর, গৌতম দাশগুপ্ত, । শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন ও স্মরণ করেন শ্রীমতী ক্রিষ্টা বসু (পত্নী), শ্রীরবীন বসু, শ্রীসিমন বসু ও পরিবারের অন্যান্য বন্ধুবান্ধব।

বিগত ১৯শে মে ২০১১ বৃহস্পতিবার সকাল ১০টায় ব্রাহ্ম সম্মিলন সমাজ মন্দিরে প্রয়াতা বাণী দে-র প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে স্মরণ সভায় আচার্যের কাজ পালন করেন শ্রীরাজকুমার বর্মণ। সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীমতী মানসী চ্যাটার্জী, শ্রীমতী কস্তুরী চক্রবর্তী ও শ্রীদেবাশিস বসু।

সাপ্তাহিক উপাসনা ও স্মরণ ঃ

বিগত মাসের (এপ্রিল ২০১১) সাপ্তাহিক উপাসনায় ডাঃ শুচিতা দেব (প্রথম রবিবার), শ্রীসিদ্ধার্থ ব্রহ্মচারী (দ্বিতীয় রবিবার), শ্রীমতী সুতপা রায়চৌধুরী (তৃতীয় রবিবার) ও শ্রীমতী সুজাতা ব্যানার্জী (চতুর্থ রবিবার) আচার্যের দায়িত্ব পালন করেন। সঙ্গীত পরিবেশন করেন প্রথম রবিবার শ্রীমতী মানসী চ্যাটার্জী; দ্বিতীয় রবিবার সর্বশ্রী/শ্রীমতী অরুন্ধতী ভট্টাচার্য, মৃদুলা ব্যানার্জী, মধুশ্রী ব্যানার্জী, চন্দ্রা গুপ্ত, সুস্মিতা নাথ, অঞ্জনা গুহ, শ্যামলী সেনগুপ্ত, শর্মিলা দে, অভীক ঘোষ, শ্যামল কর, জহর ব্যানার্জী, দেবমাল্য ভট্টাচার্য, শঙ্কর প্রসাদ মিত্র, উজ্জল ব্যানার্জী, অনিন্দিতা দাসগুপ্ত; তৃতীয় রবিবার শ্রীমতী রেবেকা রক্ষিত ও শ্রী অনিরুদ্ধ রক্ষিত; চতুর্থ রবিবার শ্রীমতী সুনন্দিতা সেনগুপ্ত ও শ্রীগৌতম সেনগুপ্ত।

বিশেষ অনুষ্ঠান ঃ

বিগত ৮ই এপ্রিল ২০১১ শুক্রবার সন্ধ্যা ৬-৩০ মিনিটে সমাজ মন্দিরে বসন্ত উৎসব অনুষ্ঠানে আচার্যের দায়িত্ব পালন করেন ডঃ অমিতাভ খাস্তগীর এবং সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীদেবাশিষ রায়চৌধুরী, শ্রীমতী রোহিনী রায়চৌধুরী ও শ্রীমতী অরুণা দাসগুপ্ত। পাঠে অংশগ্রহণ করেন ডঃ অমিতাভ খাস্তগীর ও শ্রীঅরুণা দাসগুপ্ত।

বিগত ১৪ই এপ্রিল ২০১১ (৩১শে চৈত্র ১৪১৭) বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬-৩০ মিনিটে সমাজ মন্দিরে বর্ষবিদায় অনুষ্ঠান সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত হয়। ডঃ মধুশ্রী ঘোষের প্রার্থনার পর "রবীন্দ্রনাথের ঘটনা ভিত্তিক গান" - শীর্ষক একটি সঙ্গীতানুষ্ঠান শ্রীসুবীর পালের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীমতী ইন্দ্রাণী পাল পরিবেশিত গানের ঘটনা পরম্পরা অতি মনোগ্রাহীভাবে

উপস্থাপিত করেন। সঙ্গীতে অংশগ্রহণ করেন সর্বশ্রী/শ্রীমতী দেবযানী মজুমদার, কস্তুরী চক্রবর্তী, মাধবী তালুকদার, অভিনন্দা তালুকদার, চন্দনা চ্যাটার্জী, সুপ্রতীক ঘটক, অনিরুদ্ধ রক্ষিত, অলোক বসু, অভিজিৎ দেব ও সুবীর পাল।

বিগত ১৫ই এপ্রিল ২০১১, (১লা বৈশাখ ১৪১৮) শুক্রবার সকাল ৯টায় সমাজ মন্দিরে নববর্ষ আবাহন অনুষ্ঠানে আচার্যের দায়িত্ব পালন করেন শ্রীমতী সুনন্দা দাস এবং সঙ্গীতে অংশগ্রহণ করেন সর্বশ্রী/শ্রীমতী বন্দনা রায়, শ্রুতি গঙ্গোপাধ্যায়, ঋতু ঘোষ, শিল্পী সরকার, আলো সেনগুপ্ত, সোমা ভট্টাচার্য, ছন্দশ্রী মুখোপাধ্যায়, অমল মুখোপাধ্যায়, সনৎ মারিক, সঞ্জয় গঙ্গোপাধ্যায় ও অরীন্দ্রজিৎ সাহা। যন্ত্রসঙ্গীতে ঃ শ্রীমতী বন্দনা রায়, শ্রীমতী সোমা ভট্টাচার্য, শ্রীমতী তনুশ্রী চট্টোপাধ্যায়, শ্রীবিপদভঞ্জন রুদ্র, ও শ্রীপঞ্চানন বড়াল। পরিচালনায় শ্রীসঞ্জয় গঙ্গোপাধ্যায়। অনুষ্ঠান শেষে সকলকে জলযোগে আপ্যায়িত করা হয়।

জন্মোৎসব সমারোহ ঃ

বিগত (মে ২০১১) মাসের রবিবাসরীয় সাপ্তাহিক উপাসনায় অনুষ্ঠানসূচী অনুযায়ী সত্যজিৎ রায়, লেঃ কঃ ডাঃ মনীন্দ্রনাথ দাস, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজর্ষি রামমোহন রায় ও রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের জন্মবার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদায় শ্রদ্ধার সঙ্গে পালিত হয়।

বিগত ১লা মে ২০১১ রবিবার সন্ধ্যায় সত্যজিৎ রায়ের ৯০ তম জন্মদিবস (২রা মে) ও লেঃ কঃ ডাঃ মনীন্দ্রনাথ দাসের ১২৪ তম জন্মদিবস (৭ই মে) উপলক্ষে বিশেষ উপাসনায় শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন শ্রীমতী সুনন্দা দাস ও সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীমতী মানসী চ্যাটার্জী। ঐদিন প্রয়াত অমিতাভ পালচৌধুরীকে বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়।

বিগত ৮ই মে ২০১১ রবিবার সন্ধ্যায় ১৫০ তম রবীন্দ্র জন্মোৎসব (২৫শে বৈশাখ) উপলক্ষে বিশেষ উপাসনায় আচার্যের কাজ পালন করেন শ্রীপ্রণব রায় ও সঙ্গীতে অংশগ্রহণ করেন সর্বশ্রী/শ্রীমতী মৃদুলা বন্দ্যোপাধ্যায়, অঞ্জনা গুহ, রীতা চক্রবর্তী, শ্যামলী সেনগুপ্ত, বিজয়লক্ষ্মী দাস, কস্তুরী চক্রবর্তী, মৌসুমী চ্যাটার্জী, অনিন্দিতা সেন, অনিন্দিতা দাসগুপ্ত, সুস্মিতা নাথ, ইন্দ্রানী রায়, সুহিতা ভট্টাচার্য, শুভশ্রী চ্যাটার্জী, দেবস্মিতা ভট্টাচার্য, শংকর প্রসাদ মিত্র, অবন সাহা, রুদ্রনীল মিত্র, শুভদীপ সরকার, পঙ্কজ গুহ, সৈকত শেখরেশ্বর রায়, উজ্জল ব্যানার্জী, অভীক ঘোষ, তৃপ্তিশ সেনগুপ্ত, মলয় দাস এবং তবলায় সুদীপ মুখার্জী।

বিগত ১৫ই মে রবিবার ২০১১ রবিবার সন্ধ্যায় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৯৪ তম জন্মদিবস (৩রা জ্যৈষ্ঠ) ও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সার্ধশততম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে বিশেষ উপাসনায় আচার্যের কাজ পালন করেন শ্রীমতী সুনন্দা দাস ও শ্রীমতী শুক্লা দাসগুপ্তের পরিচালনায় পরিবেশিত হয় বিশেষ সঙ্গীতানুষ্ঠান "জীবনের ধ্রুবতারা"; অংশগ্রহণ করেন সর্বশ্রী/শ্রীমতী অনন্যা চট্টোপাধ্যায়, রীতা দোলন গঙ্গোপাধ্যায়, ইন্দ্রানী রায়, জয়ন্তী নাথ, কস্তুরী চক্রবর্তী, মানসী চট্টোপাধ্যায়, মিত্রা দেব, মৌসুমী চ্যাটার্জী, প্রণতি মজুমদার, রীতা চক্রবর্তী, অনসূয়া দত্ত, সুনন্দিতা সেনগুপ্ত, অঞ্জনা গুহ, অনুলেখা ব্যানার্জী, সুদেষ্ণা ভট্টাচার্য, গায়ত্রী চক্রবর্তী, শঙ্খমালা খান, জয়শ্রী ভট্টাচার্য, শর্মিলা বসু, শুক্লা দাসগুপ্ত, অভিজিৎ দেব, তাপস কুণ্ডু, সুরজিৎ ধর, পঙ্কজ গুহ, গৌতম সেনগুপ্ত, অপূর্ব রায়, উজ্জল বন্দ্যোপাধ্যায়। যন্ত্রাণুসঙ্গে শ্রীবীরেশ্বর ভৌমিক, শ্রীপঞ্চানন বড়াল ও শ্রীকমল পণ্ডিত। অনুষ্ঠানে আশানুরূপ ভক্ত সমাগম হয়।

রাজা রামমোহন জন্মোৎসব ঃ

বিগত ২২শে মে ২০১১ রবিবার সকাল ৮-৩০ টায় ময়দানে অবস্থিত রাজা রামমোহন রায়ের মূর্তির পাদদেশে অনুষ্ঠিত তাঁর ২৩৯ তম জন্মোৎসব স্মরণে রাজ্য সরকার ও ব্রাহ্মসমাজ আয়োজিত অনুষ্ঠানের পূর্বে ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়ের মন্টেসরী বিভাগের প্রত্যেক শিশুছাত্রী রাজর্ষির মূর্তির পাদদেশে সারিবদ্ধ ভাবে পুষ্পার্ঘ প্রদানের পর রাজ্য সরকারের পক্ষে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করেন রাজ্যের শিল্প বাণিজ্য, তথ্যপ্রযুক্তি, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা, শিল্পপুনর্গঠন ও পরিষদীয় পূর্ণমন্ত্রী শ্রীপার্থ চট্টোপাধ্যায় এবং তৎপরে কলকাতার পৌরসভার উপপ্রধান শ্রীমতী ফরজানা আলম ও উত্তর দিনাজপুর জেলার আসানসোল (উত্তর) কেন্দ্রের নির্বাচিত বিধায়ক শ্রীঅমল আচার্য এবং রাজ্যের তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ, পূর্তদপ্তর ও পৌরসভার উচ্চ আধিকারিকবৃন্দ। ব্রাহ্ম সম্মিলন সমাজ সহ সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ ও তার বিভিন্ন কলেজ ও সমিতির পক্ষ থেকে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রার্থনা ও রাজর্ষির জীবনের কয়েকটি দিক সংক্ষেপে নিবেদন করেন আচার্য শ্রী তপোব্রত ব্রহ্মচারী এবং

সঙ্গীত পরিবেশন করেন ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়ের মন্টেসরী বিভাগের ৩০ জন শিশু ছাত্রীবৃন্দ ও পাঁচজন শিক্ষিকা। শ্রীপার্থ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীমতী ফরজানা আলম রাজর্ষির জীবনাদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে সময়োচিত ও সংক্ষিপ্ত ভাষণের মাধ্যমে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেন। অনুষ্ঠানে আশানুরূপ ভক্ত সমাগম হয়।

ঐ দিন সন্ধ্যায় সমাজ মন্দিরে আয়োজিত রাজা রামমোহন রায়ের ২৩৯ তম জন্মদিবস উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠানের পূর্বে এই বছরের ISC পরীক্ষায় সমাজের সদস্য শ্রীসুবীর পাল ও শ্রীমতী ইন্দ্রানী পালের পৌত্র এবং প্রয়াত সৌমিত্র পাল ও শ্রীমতী শুচিস্মিতার পুত্র শ্রীমান সন্দীপ পাল ৯৮.৭৫% নম্বর পেয়ে পূর্বাঞ্চলে প্রথম স্থান অধিকার করায় সমাজের পক্ষ থেকে তাকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। সমাজের সভাপতি শ্রীমতী সুনন্দা দাস এবং সহসভাপতি শ্রীপ্রসাদ রঞ্জন রায় শ্রীমান সন্দীপকে অভিনন্দন ও আশীর্বাদ স্বরূপ তার ভবিষ্যত উচ্চতর শিক্ষাক্ষেত্রে ও জীবনের উন্নতিকল্পে যথোচিত উপদেশ প্রদান করেন। তার এই কৃতিত্বে উপহার স্বরূপ 'Life & Letters of Raja Rammohan Roy' by S. D. Collet, শিবনাথ শাস্ত্রীর 'আত্মচরিত', সমাজের শতবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ, আশাপূর্ণা দেবী রচিত 'কিশোর সাহিত্য সম্ভার' এবং "Sachin" by Gullu Ezekiel গ্রন্থসমূহ ও পুষ্পস্তবক প্রদান করেন সমাজের সভাপতি শ্রীমতী সুনন্দা দাস।

এরপরে মূল অনুষ্ঠানে প্রার্থনা করেন শ্রীঅনিরুদ্ধ রক্ষিত। শ্রীমতী কৌশিকী বন্দ্যোপাধ্যায় রামমোহন থেকে শুরু করে পরবর্তী বিভিন্ন ব্রহ্ম সঙ্গীত রচয়িতার গান পরিবেশন করেন এবং ডঃ গৌতম নিয়োগী সেইসব সঙ্গীতের রচয়িতা এবং পরিচিতি, পরিপ্রেক্ষিত, ইতিহাস, সুর, পরিবেশ ইত্যাদি ব্যাখ্যা করেন। এই অনুষ্ঠানে আশানুরূপ ভক্ত সমাগম হয়।

বিগত ২৯শে মে ২০১১ রবিবার সন্ধ্যায় সমাজ মন্দিরে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের ১৪৬ তম জন্মদিবস (৩০শে মে) উপলক্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন শ্রীমতী সুনন্দিতা সেনগুপ্ত এবং সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীমতী রেবেকা রক্ষিত ও শ্রীঅনিরুদ্ধ রক্ষিত।

পাঠচক্র ঃ

বিগত ২১শে মে ২০১১ শনিবার অপরাহ্ন ৫টায় ব্রাহ্ম সম্মিলন সমাজের সভাকক্ষে শ্রীইমদাদুল হক্ ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করেন। এই আলোচনা সকলে উপভোগ করেন ও অংশগ্রহণ করেন।

সঙ্গতসভা ঃ

বিগত ২৯শে মে ২০১১ রবিবার অপরাহ্ন ৫টায় ব্রাহ্ম সম্মিলন সমাজের সভাকক্ষে শ্রীমতী সুতপা রায়চৌধুরীর পরিচালনায় সঙ্গতসভা অনুষ্ঠিত হয়।

—ঃ কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ—

সাধারণ ফণ্ড ঃ শ্রীমতী বর্ণিতা দাশগুপ্ত ও শ্রীপ্রবুদ্ধ দাশগুপ্ত - ৫০০ টাকা (র/নং ২৫২৪); শ্রীরতিকান্ত বসু (গীতাঞ্জলীর শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে) - ১০,০০০ টাকা (র/নং ২৫২৫); শ্রীমতী সুনন্দা দাস (শান্তিনিকেতন নিবাসী শ্রীজয়ন্ত মজুমদারের চিকিৎসা উপলক্ষে) — ১০০০ টাকা (র/নং ২৫২৬); শ্রীমতী রত্না আচার্য্য এবং শ্রীমতী বর্ণালী আচার্য্য ও শ্রীমতী সোনালী আচার্য্য বিশ্বাস (প্রয়াতা মাতা /মাতামহী মাধুরী দত্তের স্মৃতির উদ্দেশ্যে) - ৮,০০০ টাকা (র/নং ২৫২৭); শ্রীমতী সুনন্দা দাস (ডাক মাশুল বাবদ) — ২০০ টাকা (র/নং ২৫৩৩); শ্রীমতী চিত্রা পাল চৌধুরী (প্রয়াত স্বামী অমিতাভ পাল চৌধুরীর স্মৃতিতে) — ৫০০ টাকা (র/নং ২৫৩৫); শ্রীমতী গীতা চক্রবর্তী (প্রয়াতা পৌষালী চক্রবর্তীর ৪র্থ মৃত্যুবার্ষিকী স্মরণে) — ২০০ টাকা (র/নং২৫৩৬); শ্রীমতী নীলিমা সেন গঙ্গোপাধ্যায় (স্বামী প্রয়াত অশোক সেনের ৮৪ তম জন্মবার্ষিকী (৬ই মে) স্মরণে — ৫০০ টাকা (র/নং ২৫৩৮); শ্রীপরাগ রক্ষিত (পৌত্র শ্রীমান প্রমিত রক্ষিতের (শ্রীপরিচয় রক্ষিত ও শ্রীমতী বিন্দিয়া রক্ষিতের পুত্র) জাতকর্ম্ম অনুষ্ঠান উপলক্ষে)— ৩০০ টাকা (র/নং ২৫৩৯); শ্রীমতী সুনন্দা দাস (ডাক মাশুল বাবদ) — ৫০ টাকা (র/নং ২৫৪১); মোট — ২১,২৫০ টাকা।

ওয়েলফেয়ার ফণ্ড ঃ শ্রীমতী মঞ্জুলা দত্ত (প্রয়াত লেঃ কঃ দীপেন্দ্রনাথ দত্তের পত্নী, শ্রীমতী প্রিয়দর্শিনী দত্ত ও শ্রীমতী শম্পাবলী দত্তের মাতা প্রয়াতা সুপর্ণা দত্তের স্মরণে (স্মরণসভা ৩রা জুলাই ২০১১) — ১৫০ টাকা (র/নং ২৫৩৪), শ্রীগৌতম দাস (প্রয়াত আশীষ দে-র পত্নী, পিসীমা প্রয়াতা বাণী দে-র মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে (স্মরণসভা ১৯শে মে ২০১১) — ১৫০ টাকা (র/নং ২৫৪০); মোট — ৩০০ টাকা।

মেমোরিয়াল বিল্ডিং রিপেয়ার ফণ্ড ঃ শ্রীমতী রেবা চ্যাটার্জী (প্রয়াতা মাতামহী সত্যকুমারী (দেবী) রায়ের ৬৩ তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে) — ১,০০০ টাকা (র/নং ২৫২৮)।

নৈশ বিদ্যালয় ফণ্ড ঃ শ্রীমতী শ্রীলা বসু,গল্ফগ্রীণ (প্রয়াতা মাতা সান্ত্বনা দাসের স্মৃতিতে) — ১,৫০০ টাকা (র/নং ২০৪); শ্রীমতী রাধা সেন, ইউ কে (আবেদন ক্রমে) — ৭০০ টাকা (র/নং ২০৫); শ্রী মোহন চ্যাটার্জী (আবেদনক্রমে) — ১০০ টাকা (র/নং ২০৭); শ্রীমতী সুনন্দা চ্যাটার্জী (আবেদনক্রমে) — ২০০ টাকা (র/নং ২০৮); শ্রীমতী শ্রীলা বসু, গল্ফগ্রীণ (প্রয়াতা মাতা সান্ত্বনা দাসের স্মৃতিতে) — ১,৫০০ টাকা (র/নং ২০৯)। মোট — ৪০০০ টাকা।

নববর্ষে (১৪১৮) দান ঃ ডঃ মধুশ্রী ঘোষ — ১০০ টাকা (র/নং ২৫২৯); ডাঃ অরুণ কুমার দাস ও শ্রীমতী সুনন্দা দাস — ২০০ টাকা (র/নং ২৫৩০); শ্রীমতী সুনন্দা (রত্না) রায়চৌধুরী - ২০০ টাকা (র/নং ২৫৩১); শ্রীমতী সুনন্দা (টুনু) রায়চৌধুরী — ১০০ টাকা (র/নং ২৫৩২); মোট — ৬০০ টাকা।

—।। বিজ্ঞপ্তি ।।—

কলকাতার ৮৫এ, রাজা রামমোহন সরণীতে অবস্থিত রামমোহন মিউজিয়ামে একটি গ্রন্থাগার গঠিত হচ্ছে। সেই গ্রন্থাগারের মূল বিষয় হল - রামমোহন রায় তাঁর জীবন ও জীবনী, রামমোহন সম্পর্কিত আলোচনা, সমালোচনা, রামমোহনের কাল, রামমোহনের সহযোগীগণ, তাঁর বিরোধীরা, ব্রাহ্মসমাজ, ব্রাহ্মআন্দোলন, ব্রাহ্মবিরোধী আন্দোলন, বিশিষ্ট ব্রাহ্ম মনীষীদের জীবনী, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বারকানাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন, শিবনাথ শাস্ত্রী, আনন্দমোহন বসু, জগদীশচন্দ্র বসু, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রমুখ, উনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাস, অষ্টাদশ শতাব্দীর ইতিহাস, সতীদাহ, রামমোহনের মতাদর্শ, ভারতের আধুনিক যুগ, ঐ যুগের সূত্রপাত, আধুনিক শিক্ষার প্রবর্তন, হিন্দু স্কুলের প্রতিষ্ঠা ও ইতিহাস, ডিরোজিও ও তাঁর জীবন ও জীবনী, তাঁর ভক্তদের বিষয়, বাংলা ভাষার উন্নতিতে রামমোহনের অবদান, রামমোহনের সাংবাদিকতা, ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্তন, ইত্যাদি।

এই প্রসঙ্গে আমাদের দুটি অনুরোধ —

১) এই সকল বিষয়ে পুরাতন ও নূতন যাবতীয় গ্রন্থ আমাদের এই গ্রন্থাগারের জন্য বিশেষ প্রয়োজন। অনুরোধ করি আপনাদের পক্ষে যতটা সম্ভব আমাদের সাহায্য করুন।

২) এই ধরনের পুস্তক যাতে আমরা পাই সেই উদ্দেশ্যে আপনারা যদি আপনাদের সমাজের সভ্য সভ্যাদের অবগত করেন তাহলে বাধিত হব।

শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ রায়
সভাপতি
রাজা রামমোহন রায় মেমোরিয়াল মিউজিয়াম কমিটি

BRAHMO SAMMILAN SAMAJ

1-A, DR. RAJENDRA ROAD, KOLKATA-700 020

NOTICE

Dear Friends,

Rules 47 to 51 of the General Rules of the Samaj regarding Nominations of Permanent Minister, Office-Bearers and the Ordinary Members of the Governing Body are reproduced at the end of this letter.

In terms of the said General Rules, you are entitled to send your nominations on or before the 21st of July, 2011 for the election of Office-Bearers (viz President, two Vice-Presidents, Secretary, two Assistant Secretaries, and Treasurer), and eleven Ordinary Members of the Governing Body for the year 2011 - 12 at the next Annual General Meeting. Such Nomination Paper shall be signed by the member nominating and by another member seconding the nominations and shall also contain the nominees' consent given in writing. Such nominees may withdraw their candidature by writing to the Secretary on or before the 31st of July, 2011.

Kindly note that in case you are desirous of making nominations, your Nomination Paper should reach the undersigned on or before the 21st of July 2011.

Yours truly,
P. Ganguly
Hon. Secretary

1st June, 2011

Rules 47 to 51 of the General Rules of the Samaj :

Rule 47 :
For the election at the Annual Meeting of the Office - Bearers mentioned in Rule 45 and the Ordinary Members of the Governing Body mentioned in Rule 47, members of the Samaj are entitled to send their nominations to the Secretary. Secretary shall issue a notice on or before the 1st of July, appraising the members of Rules 47 to 50 regarding nominations of Office-Bearers and the Ordinary Members of the Governing Body.

Rule 48 :
A member desirous of making nominations under Rule 47 shall send his Nomination Paper to the Secretary so as to reach him on or before the 21st of July. Such Nomination Paper shall be signed by the member nominating and by another member seconding the nomination and shall also contain the nominee's consent given in writing. Such nominees may withdraw their candidature by writing to the Secretary on or before 31st of July.

Rule 49 :
The Governing Body shall, at one of its meetings, scrutinise all Nomination Papers received, reject such of the Nominations, if any, as may not satisfy Rule 15 (d), Rule 29 or any other relevant Rules and may also add other names to the list. The whole list of Nominations shall be circulated among members of the Samaj along with the notice calling the Annual Meeting.

Rule 50 :
At the Annual Meeting, no other names shall be proposed for the election of the Governing Body besides those included in the list circulated as above.

Rule 51 :
At the Annual Meeting, at the end of the elections thus provided for, the names of all Members of the newly formed Governing Body shall be read out from the chair, and declared as duly appointed for the ensuing year.

—ঃ Annual Subscription ঃ—

For the kind attention of :

Sri/Sm.....

You are well aware that all the activities of the Samaj depend generally on your subscription. Therefore, you are requested to send your due subscription/s immediately on priority basis to the Samaj by an "Account Payee" Cheque drawn in favour of "Brahmo Sammilan Samaj". Outstation members are humbly requested to include necessary Bank Charges therewith or send it by Bank Draft favouring the Samaj at Calcutta as aforesaid :

Your annual subscription dues are given below :

1. Due/s for previous year/s	:	upto 31st March 2011	:	Rs.
2. Due for the current year	:	upto 31st March 2012	:	Rs.
		Total dues	:	Rs.

Please ignore this notice if you have already paid up your annual subscription or in MOSF. You may opt for one time payment under 'Member's Own Subscription Fund' (MOSF) of Rs. 1000 plus your current year's subscription / ourstanding dues as aforesaid and do away with annual payments. The MOSF amount will be invested suitably to earn your annual subscriptions.

NOTE : As per Rule 18 of the Samaj, if the arrears remain unpaid for at least three years the Governing Body may, if they think fit, remove the defaulting member from the list of members. But even if borne on the list, he/she shall not be entitled to powers and privileges until he/she has paid up his/her arrears.

Please act now to help the Samaj.

Prasun Ganguly
Hon. Secretary

NOTICE

As per unanimous decision in the Annual General Meeting held on 12.09.2010, the Annual Subscription has been revised to Rs. 100/- w.e.f. 01.04.2011 from previous subscription of Rs. 50/-. The Member's Own Subscription Fund (MOSF) has been revised to Rs. 1000/- wef 01-04-2011.

Brahmo Sammilan Barta will be available on Samaj Website.

Look out for Samaj site : www.thebrahmosamaj.org/samajes/sammilan.html

লেখক-লেখিকার নিজস্ব মতামতের জন্য সমাজ ও সম্পাদক-মণ্ডলী কোনক্রমে দায়ী নহেন।

Printed and Published by Sri Prabir Ranjan Das Gupta on behalf of Brahmo Sammilan Samaj, 1A, Dr Rajendra Road, Kolkata-700 020 and Printed at Bhowanipur Art Press, 80, Ashutosh Mukherjee Road, Kolkata-700 025 and Published from Kolkata. Editor : Dr. Madhusree Ghosh, 1A, Dr Rajendra Road, Kolkata-700 020.

Date of Publication : 9th June, 2011